সংবাদ

তারিখ 13 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা

পাঁচ পরীক্ষায় ঝরে পড়েছে ২৮ হাজার শিক্ষার্থী

● শুরুর আগেই নেই ৪ লাখ

রাকিব উদ্দিন

চলমান এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় ৫টি বিষয়েই ঝরে পড়েছে প্রায় ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে গতকাল বাগাদ অনুষ্ঠিত বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক বিষয়ের পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয়েছে মাত্র ৪৫১ জন। আর ফরম পূরণ করেও পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ২৭ হাজার ৮৭ জন ছাত্রছাত্রী। প্রতিটি পরীক্ষায় গড়ে ৫ হাজার শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার আগের তুলনায় অনেক কমেছে। তবে কমছে না পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীর অনুপস্থিতির হার। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন সমমানের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সমমানের : পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিসংখ্যান অনুসারে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করলেও অর্থনৈতিক সংকটসহ নানা কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই ঝরে পড়ে সাড়ে ৪ লাখ থেকে ৫ লাখ ছাত্রছাত্রী। প্রতিবারই পরীক্ষায় ফেল করার পর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীর। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদ'কে বলেছেন, ঝরেপড়া একটি পুরনো সমস্যা। তবে সরকারের নানামুখী উদ্যোগে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্রছাত্রী ঝরেপড়ার হার দিন দিন কমছে। সরকার ঝরেপড়া প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তিনি জানান, ঝরেপড়া রোধে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ৭৮ লাখ এবং মাধ্যমিক স্তরের ৩৯ লাখ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রাথমিক স্তরের যত শিশু ভর্তি হয় তাদের ৭৫ শতাংশই মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করার আগেই ঝরে পড়ে। ১০০ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করতে সক্ষম হচ্ছে মাত্র ২৫ জন। জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান-উর রশীদ সংবাদ'কে বলেন, শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ করতে গত দু'তিন বছরে সরকার বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এতে শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার অতীতের চেয়ে অনেক কমেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেও ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৭৯২ ছাত্রছাত্রী চলমান এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না। এসব ছাত্রছাত্রীর ঝরে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলেন, এসব শিক্ষার্থীর অনেকেই আগামী বছর এসএসসি পরীক্ষা দেবে। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমেছে। তবে কেবল নকলের প্রবণতা কমালেই শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ হবে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার প্রয়োজনীয় সরকারি উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গত ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রথম দিন বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয়েছিল ৩৮ জন। কিন্তু ওই পরীক্ষায় কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ৭ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থী। ২ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় দিনে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয় ২২ জন। আর অনুপস্থিত ছিল পাঁচ হাজার ১৫৭ জন ছাত্রছাত্রী।

৬ ফেব্রুয়ারি ইংরেজি প্রথম পত্র পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছিল ৬২ জন এবং কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ৫ হাজার ২১১ জন। ৮ ফেব্রুয়ারি ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় বহিষ্কার হয় ১২৯ জন এবং কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ৪ হাজার ৪৬৮ জন। সর্বশেষ গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে গণিত পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ১০ বোর্ডে বহিষ্কার হয়েছে সর্বোচ্চ ২০০ জন ছাত্রছাত্রী। আর কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ৪ হাজার ৯০৪ জন পরীক্ষার্থী। গণিত পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল এক হাজার ১৫৫ জন এবং বহিষ্কার হয় ৫২ জন। অন্যান্য বোর্ডের মধ্যে রাজশাহীতে অনুপস্থিত ৪৮৭ জন ও বহিষ্কার ১০ জন, যশোরে অনুপস্থিত ৫৯৫ জন ও বহিষ্কার ৫ জন, বরিশালে অনুপস্থিত ১৮৮ জন ও বহিষ্কার ২০ জন, সিলেটে অনুপস্থিত ১৪০ জন ও বহিষ্কার একজন, কুমিল্লায় অনুপস্থিত ২৪৩ জন ও বহিষ্কার ৪০ জন, চট্টগ্রামে অনুপস্থিত ২৬৬ জন ও বহিষ্কার ১৩ জন এবং দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ১৫২ জন ও বহিষ্কার হয় ১৬ জন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে গতকাল অনুপস্থিত ছিল ৫৬৭ জন ও বহিষ্কার হয় ৩১ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে গতকাল অনুপস্থিত ছিল এক হাজার ১১১ জন ও বহিষ্কার হয় ১২ জন শিক্ষার্থী।